গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ২৭ মে - ২ জুন ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

রাজ্যে আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে

তীব্র প্রতিবাদ অ্যাবেকার

আশঙ্কা মানুষের ছিল ভোটের পর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। সেটাই ঘটেছে অন্য অনেক জিনিসের মতো বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও। ১৯ মে নির্বাচনের ফল বেরোনোর দু'দিন আগে ১৭ মে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ১ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল।

কমিশনের চেয়ারম্যান ওই দিন উপদেষ্টা কমিটির সভায় জানান, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কয়লার সেস বৃদ্ধি করায় মাশুল ইউনিট প্রতি ১ টাকা বৃদ্ধি করা হবে। তিনি আরও জানান, রেগুলেটরি অ্যাসেট নামে বকেয়া কোটি কোটি টাকা গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। এছাড়া প্রতিটি বন্টন কোম্পানিকে ৮ শতাংশ বিকল্প বিদ্যুৎ নিতে হবে, যার জন্যও বিদ্যুতের মাশুল বাড়বে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র প্রতিনিধি অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। তিনি বলেন, বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়ানোকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু তার জন্য মাশুল বৃদ্ধি কেন? তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, কয়লার সেসবৃদ্ধি ও রেগুলেটরি অ্যাসেটের নামে মাশুল বৃদ্ধি করা হলে তাকে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা হবে।

রাজ্যের তৃণমূল সরকার বিগত ৫ বছরে ১২ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। এবার সরকার গঠনের আগেই কমিশনকে শিখণ্ডি খাড়া করে দাম বাড়ানো হচ্ছে। সম্প্রতি সংবাদে দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রীর

চারের পাতায় দেখুন

সুবিধাবাদী জোট বিকল্প হল না, হওয়ার কথাও নয়

পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে 'পরিবর্তনের' স্বপ্নকে কবরে পাঠাবার এবং অবিচার-অনাচার চালানোর পরও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এবার দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের এই ফলাফল অনেককেই বিস্মিত ও হতাশ করেছে। বিশেষত সিপিএম নেতারা, যাঁরা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাথে জোট বেঁধে ও মিডিয়ার খোলাখুলি সমর্থনকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে যথেষ্ট কোণঠাসা করবেন বলে ভেবেছিলেন, এমনকী প্রচারপর্বে জোটের পক্ষে ২০০ আসনে জয় আসছে বলে স্বপ্ন ফেরি করেছিলেন; তাঁদের দলের যেসব কর্মী-সমর্থকরা তা বিশ্বাস করে বিজয়োৎসবের তোড়জোড় করছিলেন, তাঁদের অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে শোচনীয়।

এ কথা ঠিক যে, আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) বরাবর জিতে এসেছে যে জয়নগর আসন, আমরা সেখানে একক শক্তিতে লড়াই করে এবার পরাস্ত হয়েছি। কংগ্রেস-সিপিএম জোট করার সুবাদে কংগ্রেস প্রার্থী দ্বিতীয় হয়েছেন। কুলতলিতে সিপিএম প্রার্থী কংগ্রেসের সাথে জোট করে আবার জয়ী হয়েছেন, আমরা পরাস্ত হয়েছি। এই পরাজয়ে এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীরা বিচলিত হননি। কারণ জয়ের নিশ্চিত কোনও ভবিষ্যৎবাণী আমরা করিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই 'বামপন্থার মর্যাদা রক্ষায় সংগ্রামী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন' এই নামের একটি পুস্তক কয়েক লক্ষ কপি আমরা সমগ্র রাজ্যে জনসাধারণের কাছে নিয়ে গিয়েছি। ওই পুস্তিকায় বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল-কংগ্রেসের জনবিরোধী শাসন, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও তার সাথে সিপিএমের সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য ও সমালোচনা তুলে ধরেছি।

ওই পুস্তিকায় আমরা তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে বলেছিলাম — 'তৃণমূল যে পরিবর্তনের স্লোগান নিয়ে এসেছিল কোথায় সেই পরিবর্তন? তৃণমূল নতুন যা করেছে তা হল, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ছাত্রশ্রী, অমুকশ্রী, তমুকশ্রী, সাইকেল দান, জুতো দান — এইসব। এর দ্বারা ওদের ভোটে কিছু শ্রী বৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু গোটা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গও প্রায় শ্রী হীন কালো অন্ধকারে সব দিক থেকে ডুবে যাচ্ছে'।

এস ইউ সি আই (সি)-র নির্বাচনী লক্ষ্য স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল, 'আমরা লড়ছি বিজেপির জনবিরোধী বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে, জাতীয় বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং সিপিএমের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে। এই সব কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, আমরা সেভাবেই লড়ব'।

একক শক্তিতে লড়াই করে, জয়নগরে আমরা হারতে পারি, কুলতলির আসন পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হতে পারি— এই সম্ভাবনার কথাও আমরা লিখিতভাবে আগেই জনগণকে জানিয়েছি। ওই পুস্তিকায় আমরা বলেছিলাম, 'আমরা চাইলে সিপিএম-কংগ্রেস জোটে সামিল হতে পারতাম। আমাদের কিছু সিট হয়তো থাকত, বাড়ত। আমরা কিন্তু সেই

দুয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের চাপে সরকারি ঘোষণা

রাজ্য জয়েন্টেই এ বছর ভর্তি মেডিকেলে

সারা দেশে সি বি এস ই বোর্ডের সিলেবাসের ভিত্তিতে অভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষার (নিট) মাধ্যমে মেডিকেলে ছাত্রভর্তির নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজ্য বোর্ডের মেডিকেলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন। কারণ উভয় ক্ষেত্রে সিলেবাসের যেমন কিছু পার্থক্য রয়েছে, তেমনি সমস্যা রয়েছে ভাষাগত ক্ষেত্রে। রাজ্যবোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা এতদিন পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন নিজ নিজ মাতৃভাষায়। তাদের হঠাৎ করে নিট-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিন্দি বা ইংরেজিতে পরীক্ষা দিতে হলে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য বোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যার সামনে পড়েছেন প্রায় ৭৬ হাজার পরীক্ষার্থী।

১৮ মে কলকাতায় স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ এ আই ডি এস ও-র

কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন ইউ পি এ-টু সরকার প্রথমবার নিট চালু করে ২০১৩ সালে। তখন এ নিয়ে মামলা হয় এবং সুপ্রিম কোর্ট একে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে তা বাতিল করে দেয়। এই সিদ্ধান্ত

চারের পাতায় দেখুন

ঝাড়খণ্ডে এ আই ডি এস ও-র জয়

ঝাড়খণ্ডে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে সম্প্রতি দু'টি আন্দোলন জয়যুক্ত হল। একটি বোকারোয় (ছবিতে), অন্যটি কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়ে। বোকারোর ডি ভি সি স্কুলে কর্তৃপক্ষ ক্লাস এইট ও পরবর্তী ক্লাসগুলি অবলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য হন।

কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবি ছিল, ছাত্রছাত্রীদেরকে উত্তরপত্রের ফটোকপি দিতে হবে। কারণ বহু সময়ই উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল ছাত্রছাত্রীরা। এই সমস্যাটি নিয়েও এআইডিএসও আন্দোলন গড়ে তোলে। দাবিপত্রে ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে তা পেশ করা হয়। কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে আন্দোলনকারীদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে সম্মতি জানিয়ে দাবি মেনে নেন। এ ছাড়া হাজারিবাগ সহ আরও কিছু জেলায় এ আই ডি এস ও-র আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের এই জয় জনমনে সংগঠন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা তৈরি করেছে।

সুবিধাবাদী জোট বিকল্প হল না

একের পাতার পর

পথে যাইনি। আমরা ভোটের রাজনীতিকে এভাবে দেখি না। ভোটটা আমাদের কাছে একটা আন্দোলন, একটা লড়াই এবং তা নীতি-আদর্শ ভিত্তিক লড়াই।' যে কোনও উপায়ে ভোটে সিট জিততে হবে, তাতে নীতি- আদর্শ গোল্লায় যাক — এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি প্রকৃত বিপ্লবী সাম্যবাদী দল চলতে পারে না। বরাবর প্রতিটি নির্বাচনে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও লাইন নিয়েই ১৯৫২ সাল থেকে এস ইউ সি আই (সি) লড়াই করে আসছে।

সিপিএমের মতো যেসব দল মুখে মার্কসবাদের কথা বলে বাস্তবে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির মধ্যেই ডুবে আছে, তারা ভোটে আসন জয় ও সরকারি ক্ষমতা লাভ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। যে কারণেই ৩৪ বছর সরকারে থেকেও তারা বামপন্থী আন্দোলনকে এক কদমও এগিয়ে দিতে পারেনি, বরং বহু কদম পিছিয়ে দিয়েছে। এবার বামপন্থী ঐক্যের ভিত্তিতে আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটার সুযোগ থাকলেও, তা পরিত্যাগ করে তারা হারানো ক্ষমতা দ্রুত ফিরে পাওয়ার উদগ্র বাসনায় জাতীয় বুর্জোয়া দল কুখ্যাত কংগ্রেসের সাথে নির্বাচনী জোট করার রাস্তায় চলে যায়। নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি ঘটার পর নেতারা নিজেরাই বলছেন, যে ক'টি আসন তাঁরা পেয়েছেন কংগ্রেসের সাথে জোট না করলে, তাও পেতেন না। এই হচ্ছে তাঁদের হাল। বরং এ রাজ্যে মৃতপ্রায় কংগ্রেস বিধানসভায় সিপিএমের থেকে বেশি আসন পেয়ে গেল। ঘটনা হল, মিডিয়ার তুমুল প্রচার ও সোচ্চার সমর্থন পেয়েও সিপিএম-কংগ্রেস জোট ভোটে বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারল না, জনমনে কোনও ছাপ ফেলতে পারল না।

নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকায় আমরা সিপিএমের প্রতি প্রশ্ন রেখেছিলাম '৩৪ বছর একটানা সরকারে থেকে একবার ভোটে হেরে আপনাদের দলের এই দুর্দশা হল কেন, যার জন্য কংগ্রেসের হাত ধরে আজ আপনাদের দাঁড়াতে হচ্ছে।'

সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'জঙ্গি বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলুন সারা দেশে। ভারতবর্ষে প্রায় সব রাজ্যে আমরা আছি এবং দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা যায়।' লেনিনের শিক্ষা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, 'একটি বিপ্লবী দলের শক্তির উৎস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের আগুন। ভারতবর্ষে বামপন্থার গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফেরাতে হলে জঙ্গি আন্দোলন চাই, ভোটের জগাখিচুড়ি জোট নয়'। সিপিএম নেতৃত্ব আমাদের এ কথা শুনলেন না।

সিপিএম নেতৃত্বকে লেনিনের অপর একটি মূল্যবান শিক্ষা স্মরণ করিয়ে আমরা বলেছিলাম, ৩৪ বছরের শাসনে যা যা ভুল ও অন্যায় করেছেন, গণআন্দোলন দমনে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন দমনে যে ভূমিকা নিয়েছেন, সেই সব ভুল ভ্রান্তি অন্যায় জনগণের কাছে স্বীকার করুন। লেনিনের শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃত কমিউনিস্টরা ভুল করলে জনগণের সামনে তা স্বীকার করবে, কী ভুল করেছ, কেন ভুল করেছ সেটা স্বীকার করবে, কীভাবে সংশোধন করবে সেটাও বলবে। এভাবেই জনগণের আস্থা অর্জন করবে। আর এটাই একটা যথার্থ কমিউনিস্ট দলের পরিচয়। কমিউনিস্ট নয় বলেই সেই পথে যেতে সিপিএম নেতৃত্ব পারলেন না। আজ সিপিএমের লোকজন তো কম নেই, তাঁরা মোকাবিলা করতে পারছেন না কেন? কেন কংগ্রেসের কাঁধে ভর করতে হচ্ছে? সরকারি ক্ষমতা থাকলে তাঁদের শক্তি থাকে, সরকার না থাকলে শক্তি থাকে না, কী কারণে? এই অবস্থা তো সিপিএমের ১৯৬৪ সালে ও পরবর্তী কয়েক বছরে ছিল না। আজ হল কেন? এর কারণ অতীতে তাঁদের দলের মধ্যে যতটুকু আদর্শবাদের চর্চা তাঁরা করতেন, কর্মীদের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন, সেই সব তাঁরা গদিতে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন। একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যেনতেন প্রকারে যার-তার সাথে জোট বেঁধে ভোটে সিট বাড়ানো, সরকার গঠন করা। এভাবে নেতারাই কর্মীদের মনোবল নষ্ট করেছেন।

সিপিএম কর্মীরা যে জনগণের কাছে যাবে, সেজন্য দলের একটা বিশ্বাসযোগ্যতা তো থাকা চাই। ভুল স্বীকার করে আন্দোলনের পথে চললে ধীরে ধীরে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরতে পারত। ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলনের একটি প্রক্রিয়ায় আমরা সামিল হয়েছিলাম। সেটা নির্বাচনী বোঝাপড়াতেও প্রসারিত হতে পারত। কিন্তু ভোটের দামামা বাজতেই তাঁরা এ বিষয়ে আমাদের সাথে কোনও কথা না বলে কংগ্রেসের সাথে জোট করার পথে চলে গেলেন। বুর্জোয়া সংবাদপত্র ভাষা দিল, 'মানুষের জোট', সিপিএম নেতারাও বলতে শুরু করলেন, 'মানুষের জোট', 'নিচুতলা চাইছে, তাই জোট'। কোথায় মানুষ কংগ্রেস সিপিএম জোট চাইল, তাঁদের নিচুতলার কর্মীরাই বা কখন কার কাছে এই দাবি তুললেন, তা রহস্যই থেকে গেল। প্রথমে একটি সংবাদপত্র ও তার চ্যানেল, পরে অন্যরাও তারস্বরে জোট-এর সমর্থনে চিৎকার শুরু করল, তাতেই উৎফুল্ল হয়ে নেতারাও ২০০ সিট পাওয়ার স্বপ্ন ফেরি করলেন কর্মীদের কাছে।

ভোটে সাফল্য পাওয়া গেল না, তা শুধু নয়, উল্টো ফল হল, ব্যর্থতা এল সপাটে। এটা ঘটল, কারণ, আবার দ্রুত সরকারি ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার তীব্র বাসনায় তাঁরা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে ব্যর্থ হলেন। সিপিএম নেতারা ধরে নিলেন, পাঁচ বছরের অপশাসনে তৃণমূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ক্ষোভ জমা হয়েছে তার থেকে মানুষ সিপিএম-কংগ্রেস জোটকে উজাড় করে ভোট দেবেন। তারা বুঝতেই পারলেন না, তৃণমূল সম্পর্কে যে ক্ষোভই জমা হোক, তার জেরে এখনও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যাতে বিকল্প হিসাবে তাঁরা সিপিএমকে বেছে নেবেন, মাত্র ৬/৭ বছর আগে সিপিএম শাসনের কুকীর্তি সব ভুলে যাবেন। ভোটের আগে যে সংবাদপত্র জোটের সাফল্য প্রচার করেছে, তারাই ভোটের পর ২২-মের সংখ্যায় একটি নিবন্ধে লিখেছে — 'জোট পরবর্তী হই চই শুরু হতেই বাম নেতৃত্বের অতি চেনা সবজান্তা ঔদ্ধত্য আর চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা যে ভাবে ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তাতে স্মৃতিতে যেটুকু বা ধুলো জমেছিল, নিমেষে তা উড়ে গেল।' ঠিক তাই। 'আবার সিপিএম?' এই আতঙ্ক মানুষকে তাড়া করে বেশি তৃণমূলমুখী করে দিয়েছিল, যেটা সিপিএম নেতৃত্ব তো বটেই, তৃণমূল নেতৃত্ব বা অন্য কেউ বুঝতে পারেনি।

আমরাও মনে করি যে, জোটের পক্ষে সংবাদমাধ্যমে প্রচার যত বেড়েছে, 'ক্ষমতায় জোট আসছে, জোট আসছে' বলে ধুয়ো তোলা হয়েছে, ততই জনমত তৃণমূলের দিকে গেছে। শুধু পাইয়ে দেওয়ার সস্তার রাজনীতি দিয়ে কলকাতা শহরেও সব আসনে তৃণমূলের জয়কে ব্যাখ্যা করা যায় না। সিপিএম সম্পর্কে আতঙ্কই প্রধান কারণ। তবে পাইয়ে দেওয়ার যে সিস্টেম সিপিএম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ও দলতন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় তৈরি করেছিল, তৃণমূল সরকারে বসে তার দখল নিয়েছে, সঙ্গে যোগ করেছে নতুন কিছু স্কিম। অতীতে সিপিএমের মতো এবার তৃণমূলও নীরবে প্রচার করেছে তৃণমূল সরকারে না থাকলে এসব সুযোগ পাওয়া যাবে না। একদিকে সিপিএম সম্পর্কে আতঙ্ক, অন্যদিকে 'কিছু পাওয়ার' বাসনা গ্রামে তৃণমূলমুখী চোরা স্রোত নীরবে বইয়ে দিয়েছে। যেটা বাইরে থেকে ধরা যায়নি। জয়নগরেও এই কাণ্ডটি ঘটেছে, যেজন্য এস ইউ সি আই (সি) দলের নিজস্ব ভোটের বাইরে যে ভাসমান ভোট ফলাফল নির্ধারণে গুরুতর ভূমিকা নেয়, তা এস ইউ সি আই (সি) পায়নি। বিজেপি-তৃণমূল-জোট প্রভৃতির দেদার টাকা-পয়সা বিতরণও ভূমিকা পালন করেছে।

সিপিএম নেতারা বলছেন, কংগ্রেসের সাথে জোট না করলে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে চলে আসত। অনৈতিক জোটকে গ্রহণীয় করার যুক্তি সাজাতে গিয়ে নেতারা খেয়াল করছেন না যে, এ কথা মানলে বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের নিজস্ব ভোট আর নেই, সবটাই কংগ্রেসের উপর নির্ভর। কী অদ্ভুত যুক্তি! কেউ যদি প্রশ্ন করে সিপিএমের বিপুল পরিমাণ ভোট কোথায় গেল, কী উত্তর দেবেন নেতারা?

পরিশেষে বলি, ভোটে হার-জিতের উপর এস ইউ সি আই (সি)-র অস্তিত্ব, অগ্রগতি ও সংগ্রামী ভূমিকা নির্ভর করে না। বুর্জোয়া দলের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থে সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

জীবনাবসান

বীরভূম জেলার সিউড়ি ২নং অরগানাইজিং কমিটির সদস্য কমরেড কালিপদ হেমরম দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৬ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। কমরেড কালিপদ হেমরম ছয়ের দশকের গোড়ার দিকে তাঁর পূর্ব বাসভূমি ভুরকুনায় বসবাসকালে প্রয়াত কমরেড কালিকা মুখার্জীর মাধ্যমে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে সিউড়ি ২নং ব্লকের তাপাইপুরে বসবাসকালেও তিনি পার্টির কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। এলাকায় এস ইউ সি আই (সি)-র সংগঠন গড়ে তোলার অপরাধে বামফ্রন্টের শাসনকালে সি পি এম দলের দুষ্কৃতী দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন। তাঁর বাড়িঘরও ভেঙে দেওয়া হয়। শাসকদলের হুমকি অগ্রাহ্য করে এলাকার সাধারণ মানুষের ভালোবাসার টানে আবার কিছুটা দূরে পুরন্দরপুরে বসবাস করেন কমরেড হেমরম।

কমরেড কালিপদ হেমরমের স্কুলের কোনও শিক্ষা ছিল না। কিন্তু পার্টির সাথে যুক্ত হওয়ার পর নিজ প্রচেষ্টায় পড়াশুনার ক্ষমতা অর্জন করেন। সরল সাদাসিধে নিরহঙ্কারী কমরেড হেমরমের জ্ঞানস্পৃহা ছিল প্রবল। পার্টির মুখপত্র, কমরেড শিবদাস ঘোষের বইপত্র ছাড়াও অন্যান্য পত্রপত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। দলের শিক্ষায় নিজ পরিবার ও আত্মীয়দের পার্টির সাথে যুক্ত ও সহানুভূতিশীল করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল একান্ত আপনজনের। তাদের সুখে-দুঃখে তিনি পাশে থাকতেন এবং তাদের নিয়ে বহু আন্দোলনও পরিচালনা করেছেন। তিনি ছিলেন অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য। তাছাড়া ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন, বৃত্তি পরীক্ষার পরিচালনা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে করতেন। তাঁর মধুর ও অমায়িক ব্যবহার, পার্টিকাজে নিষ্ঠা এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তাঁকে ও পার্টিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কমরেড কালিপদ হেমরমের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র জেলা কমিটির সদস্যরা ও এলাকার কমরেডরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মরদেহে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড কার্তিক হাজরা। পরদিন তাঁর শেষযাত্রায় শত শত শুভানুধ্যায়ী অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক নির্ভরযোগ্য সংগঠককে, এলাকার মানুষ হারাল তাঁদের সুখদুঃখের সাথীকে।

কমরেড কালিপদ হেমরম লাল সেলাম

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানা এলাকার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড ভূটি সিং মুড়া ২৭ এপ্রিল বার্ধক্যজনিত কারণে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। অসুস্থ শরীরেও তিনি দলের স্থানীয় সমস্ত কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করতেন।

'৬০ এর দশকের শুরুতে তিনি জেলার বিশিষ্ট নেতা ও সংগঠক প্রয়াত কমরেড সাধু ব্যানার্জীর মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং উত্তরোত্তর দলের সাথে ঘনিষ্ঠ হন। তারপর থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। গরিব মানুষের ঘরই ছিল তাঁর আশ্রয়স্থল। প্রথম পার্টি কংগ্রেসে তিনি দলের সদস্যপদ লাভ করেন এবং আমৃত্যু দলের সদস্য ছিলেন।

কমরেড ভূটি সিং মুড়ার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র স্থানীয় সমস্ত কমরেড তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জেলা সম্পাদিকার পক্ষে মাল্যার্পণ করেন জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড সুবর্ণ কুমার। লোকাল কমিটির পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেডস টুভা গরাঁই ও বিজয় রায়। এলাকার সমস্ত কমরেড সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ শোক মিছিল করে তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড ভূটি সিং মুড়া লাল সেলাম

শ্রম আইন সংস্কার

ফ্রান্সের মানুষ রুখছে, ভারতের মানুষও পারবে

এমনকী ফ্রান্সের মানুষও আজ রাস্তায় নেমে লড়ছে। ভারতের যে সব নাক-উঁচু কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম প্রতিবাদ-মিটিং-মিছিল দেখলেই শিউরে উঠে গেল গেল রব তোলে, তাদের নাকের ডগায় প্যারিসের রাস্তায় জনজোয়ারের ছবি ভাসছে। কারখানা শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, খনি শ্রমিকরা যেমন আছেন সেই মিছিলে তার সাথে সামিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র এমনকী হাইস্কুল ছাত্ররাও। দু'মাস ধরে চলছে আন্দোলন, ১৭ মে প্যারিসের রাস্তায় দু'লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছে। পুলিশের সাথে ব্যারিকেড ফাইট হচ্ছে আন্দোলনকারীদের। মে মাসের শুরু থেকেই আন্দোলন ছড়িয়েছে সারা দেশে। নব্বইটির বেশি সরকারি হাইস্কুল ছাত্রদের ব্যারিকেডে অবরুদ্ধ। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রম আইন সংস্কারের প্রস্তাব প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন ছাড়বে না।

এই খবরে এ দেশে প্রতিক্রিয়া কী? সম্পূর্ণ দু'রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ, চাকরিজীবী, শ্রমজীবী মানুষ ভাবছেন, ওরা পারছে, আমাদের দেশে হয় না! বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা, বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা দেখে তাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন। আশা করছেন এ দেশেও সর্বনাশা আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে এই রকম জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে। অন্যদিকে একচেটিয়া মালিকদের মুখপাত্র বাংলার বহুল প্রচলিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে বলেছে, 'এমনকী ফ্রান্সও পারে' (সম্পাদকীয়ঃ 'জুরাসিক যুগ'১৩.০৫.১৬)। কী পারে? মানুষের আন্দোলন নয়, সংবাদপত্রের বাহবা কুড়িয়েছে সে দেশের সরকারের শ্রম আইন সংস্কারের প্রস্তাব। তাদের আক্ষেপ নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার শ্রম আইন সংস্কারে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাচ্ছে না কেন? যদিও বিজেপি সরকার শুরু থেকেই একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের স্বার্থে আর্থিক সংস্কারের নামে শ্রমিক কৃষকদের উপর আক্রমণ করে চলেছে। তাতে কী, আরও আক্রমণ চাই, ধরে ধরে ছাঁটাই চাই। এই হচ্ছে বাসনা।

চাহিদাটা বোঝা যায় সম্পাদকীয়র প্রশ্নে, 'প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক-কর্মীকে বিদায় জানানোর অধিকার নিয়োগকারীর থাকিবে না কেন?' কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষের ঘরে যে রোজ হাঁড়ি চড়ে না! তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, কাজের অধিকার, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য পাওয়ার অধিকার এমনকী তৃষ্ণার সময় এক আঁজলা পানীয় জল পাবার অধিকারের কী হবে? তা নিয়ে সম্পাদকমশাই নীরব। আইনে যাই থাক, বাস্তবে শ্রমিককে মালিকের মর্জিমাফিক ছাঁটাই করাটাই তো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়ম। তাতে শিল্পের কোন অগ্রগতিটা ঘটেছে? একসময় শ্রমিক আন্দোলনের চাপে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শ্রমিককে কিছু রক্ষাকবচ দিয়েছিল। যাতে শোষণে জর্জরিত শ্রমিকের রোষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার মতো শক্তি নিয়ে আছড়ে না পড়ে। আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল, শ্রমিক-কৃষক কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করলে বাজারে কিছু হলেও ক্রেতা বাড়বে। খেটে খাওয়া মানুষই যেহেতু সংখ্যায় বেশি তাই তাদের একেবারে ছেঁটে ফেলা পুঁজিবাদী কর্তাদের কাছেই বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। পুঁজিবাদ নিজে বাঁচার প্রয়োজনেই শ্রমিককে কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা দিয়েছিল। এছাড়া দুনিয়াজুড়ে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়াতে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দেশে দেশে বুর্জোয়া শ্রেণি আতঙ্কে ভুগতে থাকে শ্রমিক শ্রেণি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকের মর্যাদা এবং অধিকার দেখে দুনিয়া জুড়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তার থেকে নিজ দেশের মানুষের দৃষ্টিকে ঘোরাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মালিকরাও শ্রমিকের কিছু অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। বলতে বাধ্য হয়েছিল ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা। শ্রম আইনের রক্ষাকবচ তাই পুঁজিপতিদের দয়ার দান নয়। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে তারা তা সহজেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে। আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমন চরম সংকটে বিপর্যস্ত যে, তার নিজেরই নিঃশ্বাস বন্ধের উপক্রম, অন্যকে সেই সুযোগ দেবে কী করে? তাই আক্রমণ করছে শ্রমিকের অর্জিত অধিকারের উপর। এর বিরুদ্ধে ইউরোপ আমেরিকা সহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে লড়াইয়ে নেমেছে মানুষ। একচেটিয়া মালিকদের আশঙ্কা ভারতের শ্রমিকও সেই রাস্তাতেই হাঁটবে। তাই তাদের আতঙ্কিত চিৎকারের প্রতিফলন সম্পাদকীয় কলমে ঘটেছে।

পত্রিকার আরও দাবি, 'উৎপাদনের অন্য উপকরণগুলির ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য, বাজারের ধর্ম শ্রমের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রয়োগের দাবি জানায়।' 'বাজারকে কাজ করিতে দিলে আজনা হউক পরশু তাঁহাদেরও ফের কর্মসংস্থান হইবে'। অর্থাৎ বাজারে যেহেতু অসংখ্য শ্রমিক, কাজের সুযোগ সামান্য, ফলে শ্রমের দাম কম হবেই। এই নিয়ম তো পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চালুই আছে। নতুন কথা কী? আজ লক্ষ লক্ষ কর্মহীন শ্রমিক কাজের জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে বলেই তো তাদের এমন করে যে কোনও শর্তে, নামমাত্র মজুরিতে খাটিয়ে নিতে পারছে মালিকরা। তাতে কি শিল্প চাঙ্গা হচ্ছে? নরেন্দ্র মোদি সরকারের মতো স্বৈরাচারী সরকারকেও থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে কেন? কারণ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাই আতঙ্কিত— কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে অথবা সামান্য মজুরির কারণে বাজারের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। শিল্পদ্রব্য কিনবে কে? সংকটের ছায়া আরও ঘনীভূত হচ্ছে। তারাই বলছে আর্থিক বৈষম্য বাড়ছে ভয়াবহ ভাবে। সরকারকেও ভাবতে হচ্ছে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের ক্ষোভ সামলাবে কী দিয়ে! এখানে ওখানে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দানা বাঁধছে তা পুলিশের লাঠির ঘায়ে ভাঙা যেতে পারে, কিন্তু সচেতন সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন যদি গড়ে ওঠে তা আটকানোর কোনও পুলিশ মিলিটারির ব্যারিকেড আজও দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়নি।

সম্পাদকীয় বলেছে, 'কোনও শিল্পসংস্থাই অযথা শ্রমিক ছাঁটাই করিতে চাহে না'। পুঁজিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বোচ্চ মুনাফাই একমাত্র সত্য। মুনাফার হার বাড়ানোর জন্যই শ্রমিক ছাঁটাই করে মালিকরা। তাদের কাছে যা যথার্থ তা কোটি কোটি মানুষের চোখে অযথা, অন্যায়। এর প্রতিবাদ মানুষ করবেই। ১৯৯০ থেকে এই ২০১৬ পর্যন্ত ছাব্বিশ বছর ধরে প্রবল গতিতে আর্থিক সংস্কার, উদারিকরণ, বিশ্বায়নের যে ঢাক বাজানো হল তাতে অবাধ ছাঁটাইয়ের অধিকারই তো মালিকরা পেয়েছে। বাজারের প্রয়োজনেই সব নীতি নিয়েছে সরকার। তাতে শিল্প সংস্থার হাল ফিরল কতটা? বলা হয়েছিল কাজের বাজারে জোয়ার আসবে। এসেছে কি? ভারতীয় লেবার ব্যুরোর সাম্প্রতিকতম সমীক্ষা বলছে বস্ত্র, তথ্যপ্রযুক্তি, গহনা, গাড়ি শিল্প এরকম আটটি শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রে ২০১৫ সালে ১.৩৫ লক্ষ কাজ সৃষ্টি হয়েছে। যা ২০০৯ সালে ছিল ১২.৫ লক্ষ, ২০১৪ সালে ৪.৯ লক্ষ। অর্থাৎ বাড়া দূরে থাক, কাজের সুযোগ একেবারে তলানিতে। শুধু ২০১৬ সালের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজ চেয়ে দরখাস্ত করেছেন সাড়ে আট কোটি মানুষ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কমেছে ৬ শতাংশ। অথচ সরকারি হিসাবে আর্থিক বৃদ্ধি বা জিডিপি বেড়েছে ৭.৫ শতাংশ। তাহলে কোথা থেকে এল এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক বৃদ্ধি? ২০১৫-র সরকারি আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে শিল্পে ১০০ টাকার পণ্য উৎপাদিত হলে শ্রমিক মজুরি পেত ৩০ টাকা (যদিও উচ্চ বেতনের ম্যানেজমেন্ট কর্মী বা আমলাদের সাথে সাধারণ শ্রমিকের বেতনের তফাত আকাশ-পাতাল), ২০১০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯.৫ টাকা। অন্যদিকে মালিকদের মুনাফা ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশ হয়েছে। তাহলে বাজারের নিয়মের তত্ত্বে কি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যথা যন্ত্রপাতি কিংবা কাঁচামালের দাম বাজারে বেড়েছে আর কমেছে শুধু শ্রমের দাম!

আজকের দিনে প্রায় কোনও শিল্পই শ্রমনিবিড় নয়। পুঁজি নির্ভর, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ন্যূনতম শ্রমিকেই কাজ চলে যায় তাদের। তার পরেও যেখানে দু'জন শ্রমিক লাগে সে জায়গায় একজন শ্রমিকেই মালিক কাজ চালানোর চেষ্টা করে, দরকার হলে আর একটা যন্ত্র আনে, একজন শ্রমিককে দিয়ে দুটো যন্ত্রই চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু আর একজন শ্রমিককে নেয় না, এটাই নিয়ম। ফলে প্রযুক্তি এলেও শ্রমিকের হাড়ভাঙা পরিশ্রম কমে না, বরং বাড়ে। মালিক চায় ততটুকুই উৎপাদন করতে যা বেচে তার সর্বোচ্চ লাভ হয়। উৎপাদন শ্রমিকের কারণে কমে না, কমে মালিকের মুনাফার তাগিদে। সংবাদপত্র লিখেছে, কর্মসংস্থানের জন্য 'বাজারের গুরুত্বটি স্বীকার করিতে হইবে'। কিন্তু বাস্তব হল পুঁজিবাদের সংকট এমন যে, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাজার তৈরি করার ক্ষমতাও এই ব্যবস্থা হারিয়ে ফেলছে। তার বাজারের জন্য কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করতে যুদ্ধ এবং সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রের কারবারের উপরই নির্ভর করা ছাড়া আর সব পথ প্রায় রুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ থাকার সময় যতটুকু শিল্প উৎপাদন বা অন্যান্য জিনিস কিনতে পারত ছাঁটাই হওয়ার পর সে ক্ষমতাও হারাচ্ছে। বাজারের সংকট আরও বাড়ছে। সংবাদমাধ্যম যুক্তি দিচ্ছে 'কম কুশলী' শ্রমিকরাই ছাঁটাই হয়। তাই যদি হয় তাহলে দু'লক্ষের বেশি ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার, প্রায় এক লক্ষ দাঁতের ডাক্তার ও সাধারণ চিকিৎসক, প্রায় লক্ষাধিক ম্যানেজমেন্ট পাশ করা তরুণ-তরুণী, কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত হাজার হাজার কর্মপ্রার্থী হয় পুরো বেকার না হয় সামান্য বেতনে প্রায় উঞ্ছবৃত্তি করে দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছে কেন? সাম্যবাদী আন্দোলনের উদগাতা মহান মার্কস দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই অবধারিত সংকট ডেকে আনে। যত তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কড়া ব্যবস্থা নিতে যায় তত বাড়ে সংকট। নিজের খোঁড়া কবরেই এই ব্যবস্থার মৃত্যু অনিবার্য।

আরও যুক্তি, শ্রম আইন মালিকদের প্রতি কঠিন হলে কোনও শিল্প সংস্থা প্রয়োজন মতো নিয়োগ করে না। ফলে শিল্পের ক্ষতি, শ্রমিকের ক্ষতি। কিন্তু অর্থনীতির নিয়ম বা সাধারণ অভিজ্ঞতা কোনও কিছুর নিরিখেই এই যুক্তি ধোপে টেকে না। শ্রম আইন মালিকরা বিলোপ করতে চায় কেন? কারণ যতটুকু শ্রমিক তাদের লাগবে তাদেরও বেঁচে থাকার মতো মজুরিটুকু দিতেও আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নারাজ। শ্রমিক বেঁচে থেকে পরের দিন যাতে কাজে আসতে পারে তার জীবনধারণের মতো মজুরিটুকু অন্তত পুঁজিপতিরা অতীতে দিত। এখন জানে কোটি কোটি বেকারের মধ্যে কয়েক হাজার না খেয়ে মরলেও পরদিন তারা কারখানার গেটে কর্মপ্রার্থী মজুরদের বিরাট লাইন দেখতে পাবে। তাই এটুকু মজুরি দেওয়ার তোয়াক্কাও তারা করে না। এ তো অসভ্য বর্বরদের ব্যবস্থা। এ সব জেনেও তার জয়গান যারা করে, তারা এই বর্বরদেরই প্রতিনিধি।

আজ একটিই বাজার পুঁজিবাদের সামনে আছে, তা হল মানুষ মারার অস্ত্র তৈরির বাজার। জনকল্যাণ বলে তার অবশিষ্ট কিছুই নেই। শ্রমিকের সমস্ত ন্যায্য পাওনা আত্মসাৎ করে নিজেদের লাভ বাড়াবার মরিয়া প্রচেষ্টাই আজ তাদের শেষ উপায়। যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল ততদিন সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বাধ্য হয়েছে শ্রমিকদের এমন নিঃস্ব রিক্ত করে দেওয়ার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধের শক্তিকে গুরুত্ব দিতে। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতি, বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা, বৃহৎ শাসকদলগুলির মদতপুষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা শ্রমিকদের আরও কোণঠাসা করে দিচ্ছে। এই সুযোগেই দুনিয়া জুড়ে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারের উপর আরও মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে পুঁজিপতি শ্রেণি।

এর বিরুদ্ধে শুধু ফ্রান্স নয়, সারা দুনিয়ায় শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুবকরা এই সর্বনাশা শ্রম সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। ভারতেও মাথা তুলছে প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা। এখানে ওখানে ফেটে পড়ছে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। সঠিক রাজনীতির জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় যা রূপ নেবে এক অমোঘ শক্তির। যুগে যুগে যেমন করে অত্যাচারী শক্তি ও তাদের দোসরদের মানুষ ছুঁড়ে ফেলেছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে, তেমন করেই পুঁজিবাদী অত্যাচারের সাফাই গাইয়েদেরও একদিন ঠাঁই হবে ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপেই। প্রতি মুহূর্তে সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে পুঁজিবাদী বাজার। এই একটু তেজি হয় তো পরক্ষণে আসে গভীর সংকট। যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল ততদিন শ্রমিকদের শোষণ করলেও তাদের এমন নিঃস্ব রিক্ত করে দেওয়ার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধের শক্তিকে গুরুত্ব দিতে সমস্ত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শাসক বাধ্য হয়েছে। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতি, বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা, বৃহৎ শাসকদলগুলির মদতপুষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা শ্রমিকদের আরও কোনঠাসা করে দিচ্ছে। এই সুযোগেই দুনিয়া জুড়ে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারের উপর আরও মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে পুঁজিপতি শ্রেণি। কিন্তু এই উপায়েও তাদের বাঁচার কোনও পথ নেই, যত দিন যাবে তত তাদের সংকট বাড়বে। নিজেদের খোঁড়া কবরেই তাদের অবধারিত মৃত্যু।

শুধু ফ্রান্স নয় সারা দুনিয়ায় শ্রমিক, কৃষক সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুবকরা এই সর্বনাশা শ্রম সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। ভারতেও মাথা তুলছে প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা। এখানে ওখানে ফেটে পড়ছে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। এই লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিতে হবে সংগঠিত গণআন্দোলনে।

ডায়মন্ড হারবারে রেল হকার উচ্ছেদ, রুখতে প্রতিরোধ আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের পালা শেষ হতে না হতে উচ্ছেদের খাঁড়া নেমে এল ডায়মন্ড হারবার রেলওয়ে হকারদের উপর। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের তত্ত্ব, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আচ্ছে দিনের স্লোগান কোনও কাজেই এল না তাঁদের। সম্প্রতি শিয়ালদহ ডিভিশনের ডি আর এম ডায়মন্ড হারবার পরিদর্শন করে যান। পরে রেলসূত্রে খবর আসে ডায়মন্ড হারবার রেলওয়ে স্টেশনের প্রায় দু'শতাধিক হকার উচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। খবর পাওয়ার পরই দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন, অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন এবং ডায়মন্ড হারবার রেলওয়ে হকার ইউনিট হকারদের নিয়ে পথে নামে। ১৪ মে উচ্ছেদের দিন দফায় দফায় আন্দোলনের সংবাদ ডি আর এম দপ্তরে পৌঁছলে বড়সড় প্রতিরোধের সামনে পড়ার আশঙ্কায় রেল দপ্তর তাদের উচ্ছেদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়।

কিন্তু ২১ মে পুনরায় উচ্ছেদের চেষ্টা হলে হকাররা সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শিয়ালদহ থেকে আর পি এফ এবং জি আর পি-র বিশাল বাহিনী এসে হকারদের লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেয়।

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বলেন, বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা চলবে না। রেল হকারদের জাতীয় হকার নীতির অধীনে আনার দাবি করেন তাঁরা।

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদ

একের পাতার পর

নির্দেশে রাজ্যের মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমলারা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য যে 'আলোচনাপত্র' তৈরি করেছেন তাতে সমস্ত পণ্যে ভ্যাট বাড়ানোর সাথে সাথে বিদ্যুতের সারচার্জ বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। মানুষ কি সরকারকে এই ভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য ভোট দিয়েছে?

এ রাজ্যে ৩ টি আসনে জিতে বিজেপি সভাপতি বলেছেন, আগামী দিনে তাঁরাই নাকি হবেন রাজ্য তৃণমূলের বিকল্প! কিন্তু বিকল্প কোথায়? বিকল্প ভাবনা কোথায়? বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রশ্নে তৃণমূল ও বিজেপি একই পথের পথিক। উভয়েই মাশুল বৃদ্ধির কারিগর। যে সব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় সেখানে বিদ্যুতের মাশুল তারাই বাড়াচ্ছে। এহেন বিজেপি রাজ্যে শক্তি বাড়ালে জনগণের কী কল্যাণ হবে? বস্তুত যে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বিদ্যুতকে পরিষেবার মাধ্যম হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়ে ব্যবসার পণ্য হিসাবে দেখার এবং মুনাফা করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এল—তার হোতা ছিলেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কয়লার সেস বাড়িয়ে কমিশনের হাতে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির অজুহাত তৈরি করে দিয়েছেন।

এহেন বিজেপি পুঁজিপতিদের মদতপুষ্ট হয়ে রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনগণকে বিভ্রান্ত করে যদি ভোটের বিকল্প হয়ও, তাতে জনগণের কী লাভ? বিজেপি কি কয়লার উপর থেকে সেস প্রত্যাহার করবে? বিজেপির রাজ্য সভাপতি, নবনির্বাচিত বিধায়ক রাজ্যবাসীর স্বার্থে মোদি সরকারের কাছে কয়লার সেস প্রত্যাহারের দাবি জানাবেন কি? প্রশ্ন রাজ্যবাসীর।

গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ

ভারতের মতো বাংলাদেশও একটি পুঁজিবাদী দেশ। তাই ভারতের মতো বাংলাদেশের শাসনধারাও জনবিরোধী। তারই নজির দেখা গেল গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার আবারও গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। বর্তমান সরকারের সাত বছরের শাসনে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ৮ বার এবং গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে ৩ বার। এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)।

২০ মে দলের সূত্রাপুর থানা শাখার উদ্যোগে লোহারপুল থেকে লক্ষ্মীবাজারের বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, আবাসিক খাতে গ্যাসের যে বিল সিঙ্গল বার্নারে ৬০০ টাকা ও ডাবল বার্নারে ৬৫০ টাকা — সরকার তা বাড়িয়ে যথাক্রমে ১১০০ টাকা ও ১২০০ টাকা করার প্রস্তাব করেছে। গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৮ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব এসেছে। এতে জিনিসপত্রের দাম আরেক দফা বাড়বে, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, চাষের খরচ, শিল্পোৎপাদন খরচ অনেকটাই বাড়বে। সীমিত আয়ের মানুষের সংসার চালানো আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

থানা সংগঠক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে ও ছাত্রনেতা মেহেরাব আজাদের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন থানা সংগঠক রাজীব চক্রবর্তী এবং শ্রমিক নেতা ইউসুফ আহমেদ প্রমুখ। তাঁরা ২২ মে রাজধানী ঢাকায় জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান।

নৌকাডুবিতে মৃত্যু কালনায় বিক্ষোভ

বর্ধমানের কালনায় নৌকাডুবিতে যাত্রীমৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (সি) কালনা শাখার উদ্যোগে ১৭ মে খেয়াঘাটে বিক্ষোভ দেখানো হয়। উদ্ধারকার্য চালিয়ে যাওয়া, নিহত-আহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ অবিলম্বে ভঙ্গুর ও বেআইনি নৌকা বাতিলের দাবি জানানো হয়। বিপর্যয়ের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করে নেতৃবৃন্দ বলেন, মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভরত সাধারণ মানুষের উপর থেকে মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে। এইসব দাবি নিয়ে কালনার এস ডি ও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ প্রতিবাদে কনভেনশন

আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ১৫ মে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্ম অফ আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস-এর উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ করার (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারিত্ব ৫১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার) পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ব্যাঙ্কের সকল অফিসার ও কর্মী সংগঠন ২৭ নভেম্বর ২০১৫ একদিনের এক সর্বাত্মক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তার পরিকল্পনা থেকে সাময়িকভাবে পিছু হটে এবং সংসদে ঘোষণা করে, আই ডি বি আই ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারিত্ব ৫১ শতাংশের নিচে নামানো হবে না। কিন্তু চার মাসের মধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাবে পুনরায় বেসরকারিকরণের প্রস্তাব পেশ করেন। এর প্রতিবাদে ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্ম অফ আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস ২৮ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৬ চারদিনের ধর্মঘট আহ্বান করে। কিছু অফিসার ও কর্মচারী সংগঠনের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সারা ভারতে ৯০ শতাংশের বেশি কর্মী ও অফিসার এই ধর্মঘটে সামিল হন এবং এই ধর্মঘটকে এক সর্বাত্মক ও সফল ধর্মঘটে পরিণত করেন। বেসরকারিকরণ রুখে দেওয়ার লক্ষ্যে এই আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য এবং ধর্মঘট করার কারণে সমস্ত অন্যায় ছাঁটাই, সাসপেনশন এবং শাস্তিমূলক বদলির নির্দেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে ছিল এই কনভেনশন। সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্মের সহআহ্বায়ক এবং আই ডি বি আই ই এ-এর কলকাতা সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল।

কনভেনশনে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন এ আই বি ও সি-র বরিষ্ঠ সহসভাপতি থমাস ফ্র্যাঙ্কো, এ আই আই ডি বি আই ও এ-এর সম্পাদক স্বামী এলানজেলিয়ান, এ আই বি ও কে-র উপদেষ্টা সৌমেন রায়চৌধুরী, অল ইন্ডিয়া এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অফিসারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক দেবমাল্য মিত্র, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসারস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কৌশিক ঘোষ, এ আই বি ও সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি সৌম্য দত্ত, সম্পাদক সঞ্জয় দাস, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্পাদক রূপম রায়, আই ডি বি আই ই এ-র ভুবনেশ্বর ইউনিটের সভাপতি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পূর্ণচন্দ্র বেহেরা এবং এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর সভাপতি শান্তি ঘোষ।

বক্তারা আই ডি বি আই ব্যাঙ্ক সহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে বেসরকারিকরণ করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে এবং আন্দোলনরত কর্মীদের উপর ঘৃণ্য আক্রমণের মোকাবিলায় দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দিল্লিতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

১১ মে এ আই ডি ওয়াই ও-র আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে দিল্লির শকুরপুরে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দেড় শতাধিক রোগীর চিকিৎসা ও তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে ডাঃ জিতেন মুর্মু, সিস্টার বীণা, গুরমিত ও উমা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। শিবিরের প্রধান সংগঠক ছিলেন ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রকাশ দেবী, গৌতম প্রমুখ।

রাজ্য জয়েন্টেই এ বছর ভর্তি মেডিকেলে

একের পাতার পর

পুনর্বিবেচনার জন্য একটি সংস্থা আবেদন জানালে তার স্বপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার, এম সি আই এবং সি বি এস ই বোর্ড মত চায়। লক্ষ্যনীয় এই সময়ে কিছু রাজ্য সরকার নিটের বিরোধিতা করে আদালতে গেলেও এ রাজ্যের তৃণমূল সরকারর নিট চালুর পক্ষে মত দেয়। ফলে রাজ্যের তৃণমূল সরকার, পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এবং বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই হঠকারি ভূমিকায় রাজ্যের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মারাত্মক সংকটে পড়েন।

এই অবস্থায় সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও আন্দোলনে নামে। রাজ্য মেডিকেল জয়েন্ট এন্ট্রান্স তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ১২ মে কলকাতায় স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। একই দাবিতে ১১ মে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ঘড়িমোড়ে পথসভা এবং হসপিটাল মোড় থেকে ঘড়িমোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল হয়। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরাও প্রতিবাদে সামিল হন। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদের সামগ্রিক পরিণতিতে অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে এ বছরের জন্য নিট পরীক্ষা স্থগিত করে রাজ্য জয়েন্ট চালু রাখার কথা ঘোষণা করে। যদিও এই অর্ডিন্যান্স নিয়ে এখনও প্রশাসনিক স্তরে টালবাহানা চলছে। অবিলম্বে রাজ্য জয়েন্টের বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করা দরকার।

রাজ্য জয়েন্টের ভিত্তিতে মেডিকেলে ছাত্র ভর্তির দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করতে এ আই ডি এস ও আগামী ২৯ মে শিলিগুড়িতে এবং ৩০ মে কলকাতায় মৌলালি যুব কেন্দ্রে শিক্ষা কনভেনশনের ডাক দিয়েছে।

নাগপুরে পার্টি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ৮ মে মহারাষ্ট্রের নাগপুরের প্রাঞ্জাবোডিতে দলীয় কার্যালয়ে কর্মী সমর্থক ও দরদিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড পি কুম্বলে। প্রধান বক্তা দলের সেন্ট্রাল স্টাফ এবং ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস তাঁর আলোচনায় নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করে দেখান, কেন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় জনজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি উপস্থিত সকলের কাছে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের আহ্বান জানান। দলের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। দলের নাগপুর জেলা ইনচার্জ কমরেড বিজেন্দ্র রাজপুত বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষায় দলতন্ত্র কায়েমের মরিয়া চেষ্টা মোদির গুজরাটে

গুজরাট বিধানসভায় ৩১ মার্চ 'গুজরাট স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল বিল ২০১৬' নামে একটি বিল বিনা বিতর্কে পাশ হয়। বিনা বিতর্কে পাশ মানে এই নয়, বিল নিয়ে কোনও বিরোধিতা নেই। বিতর্ক না হওয়ার কারণ অত্যন্ত চুপিসারে বিরোধী বিধায়কদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিলটি বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। যদিও বিরোধী দলগুলির বিধায়করা উপস্থিত থাকলে কোন পয়েন্টে কতটুকু বিরোধিতা বা সমর্থন করতেন তা তাঁরাই জানেন। প্রশ্ন হল, বিলের উদ্দেশ্য যদি মহৎই হবে তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের বা বির্তকের মধ্য দিয়ে তা পাশ করানোর পথে গেল না কেন রাজ্যের বিজেপি সরকার? তবে কি বিলে এমন কিছু লুকিয়ে রয়েছে যা শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক?

ইউজিসি এবং 'রুসা' (রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান)-এর সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত এই কাউন্সিল হবে শিক্ষা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া বা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরির সর্বোচ্চ সংস্থা। কারা থাকবেন এই কাউন্সিলে? তাঁরা কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন? বিলে যতটুকু বলা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে কাউন্সিলের সভাপতি হবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। সহ সভাপতি হবেন শিক্ষামন্ত্রী। কাউন্সিলে থাকবেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ৫ জন উপাচার্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য, থাকবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু এঁরা সকলেই মনোনীত হবেন রাজ্য সরকার দ্বারা। ফলে বোঝাই যাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল বিজেপির অনুরাগী বিশিষ্টরাই স্থান পাবেন এই কমিটিতে — যাঁদের পক্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতিকারক বিপজ্জনক দিক নিয়ে প্রতিবাদ করা হবে অসম্ভব। ফলে পরিষ্কার, এই বিলের উদ্দেশ্য শিক্ষার উপর শাসক দলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা — যাতে শিক্ষার গণতান্ত্রিক বাতাবরণকে নগ্ন দলবাজির অসহ্য পরিবেশে ধ্বংস করা যায়।

এই কাউন্সিলের হাতে এই অধিকারও দেওয়া হয়েছে — চাইলে তারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিকে ব্যবসায়িক কাজে ভাড়া দিতে পারবে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার নীতি নির্ধারণ এবং অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতাও এই কাউন্সিলের হাতে দেওয়া হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত হবে। এই বিলের মাধ্যমে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদেরও কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীনে আনা হচ্ছে। তাঁদেরও নানা অধিকার খর্ব করে কাউন্সিলের বশংবদ করার চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এই বিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। পাশাপাশি শিক্ষক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন সেভ এডুকেশন কমিটি পথে নেমেছে। ১০ মে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটে কমিটির নেতৃত্বে প্রতিবাদী ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির গুজরাট শাখার সভাপতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রোহিতভাই শুক্লা এতে নেতৃত্ব দেন। বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রকাশভাই শাহ, অধ্যাপক কানুভাই শাহ, নবনির্মাণ আন্দোলনের নেতা মনীষী জনি, হেমচন্দ্রাচার্য নর্থ গুজরাট ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ দিলীপভাই প্যাটেল, পার্ট টাইম লেকচারার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দীনেশভাই শাহ, অধ্যাপক হেমন্তকুমার শাহ, অধ্যাপক সঞ্জয়ভাই ভাবে সহ বহু বিশিষ্টজন। বক্তারা প্রত্যেকেই বিজেপি সরকারের এই শিক্ষা বিরোধী পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন।

১০ মে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটে প্রতিবাদী ধরনা

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ

বাঙ্গালোরের মাধবনগরে যাদব কলেজ রোড সংস্কারের দাবিতে ১৩ মে সেভ বাঙ্গালোর কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে দাবিপত্র পেশ করে সংগঠনের অন্যতম নেতা এম এন শ্রীরাম বলেন, তিন মাসের মধ্যে রাস্তা সংস্কার না হলে পথ অবরোধ করা হবে। বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন এম শোভা। উপস্থিত ছিলেন এলাকার নাগরিকদের সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও।

সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে জলপাইগুড়িতে ছাত্র মিছিল

মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের ভর্তি ও ফি কমানোর দাবিতে ১৮ মে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্র বিক্ষোভ

সারা দেশের কৃষকরা যত ঋণ নিয়েছেন, ধনকুবের আদানির ঋণ তার সমান

ফসল ফলানোর জন্য ভারতের চাষিরা ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ না পেয়ে অত্যন্ত চড়া সুদে বিভিন্ন মহাজন বা সুদের কারবারিদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন। এই সুদের হার বছরে ৪৮ থেকে ৬০ টাকার মতো — যা ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের থেকে অনেক গুণ বেশি। সরকার চাষিদের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করলে এই মহাজনী শোষণের কবল থেকে কৃষকদের অনেকটা বাঁচানো যেত, কমত কৃষক আত্মহত্যা। কিন্তু কেন্দ্রের পূর্বতন এবং বর্তমান কোনও সরকারই এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি।

সম্প্রতি জানা গেল, সারা ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ চাষি যত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন, তার সমান ঋণ নিয়েছেন একজন পুঁজিপতি। তাঁর নাম গৌতম আদানি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তিনি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদিকে দেশের নেতা হিসাবে তুলে ধরার জন্য লাগাতার সংবাদমাধ্যমে যে প্রচার হয়েছে তার খরচ বহন করেছেন তিনি। গুজরাট হাইকোর্টের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আদানির স্পেশাল ইকনমিক জোন নামক শোষণ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আদানি মোদির দল বিজেপির সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন। বিজেপির সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে তার ব্যবসা আরও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে বিজেপিকে ক্ষমতাসীন করতে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ হেন পুঁজির মালিক আদানি সাহেব ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা ঋণ নিয়েছেন? নিয়েছেন ৭২ হাজার কোটি টাকা। এত ঋণ পেতে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই। কারণ পিছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাত। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ কোটি কোটি টাকার মালিক বিজয় মালিয়ার ব্যাঙ্কের ৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ শোধ না করে বিদেশে গা ঢাকা দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, পুঁজিপতিদের জন্য ব্যাঙ্কের দরজা সদা উন্মুক্ত হলেও দেশের খাদ্যের যোগানদার কৃষকদের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ অপর্যাপ্ত কেন? সরকার এক্ষেত্রে ঋণের গ্যারান্টার হয় না কেন?

কাশ্মীর
মিলিটারির বুটের তলায় নাগরিক জীবন

শ্লীলতাহানির শিকার কাশ্মীরের হান্দওয়ারার এক কিশোরী ১৬ মে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছে, চাপ দিয়ে পুলিশ তাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করেছিল। ছাত্ররা নয়, আসলে এক সেনাই তার উপর হামলা করেছিল।

ভোটের খবরে সরগরম রাজ্যে সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় ঠাঁই হয়েছিল এই খবরের। তাই হয়ে থাকে সাধারণত। ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রাজ্যটির নাগরিকদের মর্যাদাবোধকে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চায় না প্রধান ধারার সংবাদমাধ্যম। হান্দওয়ারার কিশোরীর এই বয়ান কাশ্মীরের মানুষের সেই দুঃসহ যন্ত্রণারই কাহিনী, যা জানলে শিউরে উঠতে হয়।

ঘটনা ১২ এপ্রিলের। প্রায় এক মাস পরে এক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কিশোরীটি সেই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছে। সে জানিয়েছে, ওইদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সে একটি শৌচালয়ে গেলে সেখানে এক সেনা তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ভয়ে সে চিৎকার করে উঠলে ভিড় জমে যায়। সেনাটি পালিয়ে কাছের বাংকারে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে এক পুলিশ এসে মেয়েটিকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। মেয়েটিকে হুমকি দিয়ে বলে, নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাতে চাইলে তাকে বলতে হবে, সেনা নয়, দুই স্কুলছাত্র তার শ্লীলতাহানি করেছে। পুলিশের অত্যাচারে আতঙ্কিত মেয়েটিকে দিয়ে এস পি সাহেবের কাছে মিথ্যা বয়ান ভিডিও রেকর্ড করানো হয়। নাবালিকা কিশোরীটিকে আটকে রাখে পুলিশ। পরে মেয়েটির বাবা ও এক আত্মীয়াকেও আটক করা হয়। যেন উৎপীড়ক পুরুষ নয়, শ্লীলতাহানির শিকার মেয়েটিই নিকৃষ্ট অপরাধী! শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় কোনও সেনা যুক্ত নয় — এ কথা প্রমাণ করতে তড়িঘড়ি ভিডিও রেকর্ডটি ইন্টারনেটে প্রকাশও করে দেয় কাশ্মীরের পুলিশ। রাজ্যের মানুষের প্রতি কী ক্রিমিনালসুলভ অবহেলার মনোভাব থাকলে একটি কিশোরীর সামাজিক সম্ভ্রমকে এভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে পারে পুলিশ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুধু এই কিশোরী ও পরিজনদের আবেগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সামাজিক মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মধ্য দিয়েই নয়, হান্দওয়ারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ দমনের ঘটনাতেও সামনে এসেছে কাশ্মীরের পুলিশ-প্রশাসনের দানবীয় চেহারা।

উগ্রপন্থী দমনের নামে দীর্ঘদিন ধরে মিলিটারির বুটের তলায় পিষ্ট কাশ্মীরের মানুষ। হত্যা, গুমখুন, হঠাৎ করে পরিজনদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, সেনার হাতে নারীর মর্যাদাহানি ইত্যাদি সেখানে প্রতিদিনের ঘটনা। হান্দওয়ারার ঘটনা খুব স্বাভাবিক কারণেই কাশ্মীরের মানুষের বুকে জমে থাকা বিক্ষোভের বারুদে স্ফুলিঙ্গের কাজ করে। পর পর তিনদিন পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায় মানুষ। নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ-সেনাবাহিনী। মৃত্যু হয় পাঁচজনের। এদের মধ্যে রয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র এক উদীয়মান ক্রিকেটার ও এক মহিলা। ছাত্রটি ছবি তুলছিল এবং মহিলাটি তাঁর বাগানে কাজ করছিলেন। কাশ্মীরে একটি বিষয় লক্ষণীয়। পুলিশ-মিলিটারিরা সব সময়েই গুলি চালায় বিক্ষোভকারীদের বুক পেট মাথা লক্ষ্য করে। শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর হাসপাতালে রক্তাপ্লুত বিক্ষোভকারীদের নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা দেখেছেন, হত্যার উদ্দেশ্যেই শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লক্ষ্য করে বন্দুক চালিয়েছে 'ট্রিগার হ্যাপি' সেনা ও পুলিশ।

হান্দওয়ারায় পুলিশের গুলিতে নিহত এক তরুণের মৃতদেহকে ঘিরে শোকাকুল কাশ্মীরের জনতা

একসময় কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বেচ্ছায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অথচ সেই কাশ্মীরের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের উপর বছরের পর বছর ধরে অমানুষিক রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলছে। কেন্দ্রে একের পর এক সরকারের বদল ঘটছে, কিন্তু কাশ্মীর-নীতির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। এই উৎপীড়নের পাল্টা প্রতিক্রিয়াই তো কাশ্মীরীদের মধ্যে ভারতবিরোধী মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে, সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপ মদত পাচ্ছে। অবিলম্বে সরকারকে কাশ্মীরের জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। কাশ্মীরে শান্তির এটাই প্রথম এবং প্রধান শর্ত। পাশাপাশি সেখানকার অত্যাচারিত মানুষকেও বুঝতে হবে, স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বা বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ সমস্যা সমাধানের পথ নয়। সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে হবে কাশ্মীরের মানুষকে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে, তাদের সাথে মানুষের উপযুক্ত আচরণ করতে। তবেই পাল্টানো যাবে কাশ্মীরের রক্তাক্ত পরিবেশ।

ডায়মন্ড হারবারে ছাত্রহত্যা, প্রতিবাদে সি পি ডি আর এস

ডায়মন্ড হারবারের আই টি আই ছাত্র কৌশিক পুরকায়স্থকে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের নেতৃত্বে যেভাবে চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করেছে সি পি ডি আর এস। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত কৌশিকের হত্যাকারীদের এবং তার মায়ের উপর নিগ্রহকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ১৩ মে সি পি ডি আর এস দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসককে একটি স্মারকলিপি দেয়।

পুঁজিবাদের ইঞ্জিন আমেরিকায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের স্রোত

২০১৬-তে আমেরিকায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের স্রোত অব্যাহত। বিশেষ করে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে ছাঁটাইয়ের হার ব্যাপক। ঘরে-বাইরে বাজারের অভাবকেই কারণ হিসাবে চিহ্নিত করছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির পণ্ডিতরা।

কয়েক মাস আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ইস্পাত উৎপাদনকারী ইউ এস স্টিল তাদের টেক্সাসের কারখানার ৬৭৭ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করার কথা ঘোষণা করেছে। গত বছরেও একবার কিছুদিনের জন্য কারখানাটি বন্ধ করা হয়েছিল। এবার কবে আবার কারখানা খোলা হবে, কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে কোনও কথাই বলছে না। ডিসেম্বরে ইউ এস স্টিল তাদের ইলিনয়ের কারখানায় ছাঁটাইয়ের কোপ বসিয়েছে। কাজ হারিয়েছেন ২ হাজার শ্রমিক। গত বছর থেকেই ইউ এস স্টিল লোকসানের কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছে। দিনে দিনে তাদের লোকসানের পরিমাণ নাকি বেড়ে চলেছে। গত বছর নিজেদের মোট আটটি কারখানায় তারা বেশ কিছুদিনের জন্য কাজ বন্ধ রেখেছিল।

গত ডিসেম্বরে আমেরিকার এ কে স্টিল কেন্টাকির কারখানা থেকে ৬০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। টিকে রয়েছেন মাত্র শ'দুয়েক কর্মচারী। তাঁদেরও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এ বছরের জানুয়ারিতে ওহিও-র রিপাবলিক স্টিল কারখানায় ২০০ জনকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। এই মাসেই পিট্‌সবুর্গের কাছে অবস্থিত শেনানগো কোম্পানি তার ইস্পাত কারখানার ১৭৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে।

ছাঁটাইয়ের এই ধারা যে বন্ধ হবে না, তা ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা আর্সেলর-মিত্তলের বিবৃতি থেকে পরিষ্কার। ৫ ফেব্রুয়ারি আর্সেলর-মিত্তল জানিয়েছে, বিক্রি ২০ শতাংশ কমে যাওয়ায় গত বছর তাদের নাকি ৮০০ কোটি ডলার লোকসান হয়েছে। আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী হল এই আর্সেলর-মিত্তল। এই সংস্থাটির ৪০ শতাংশের মালিক শত শত কোটি ডলারের অধিপতি লক্ষ্মী মিত্তল জানিয়েছেন, লোকসান পুষিয়ে নিতে গত বছরের সারাটা সময় ধরে তাঁদের কোম্পানি খরচ কমানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এবং এ কথা সকলেরই জানা যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় খরচ কমানোর প্রয়োজন হলে শ্রমিকদের ঘাড়েই প্রথম কোপটা বসানো সুবিধাজনক মনে করে সব মালিকরা।

এদিকে 'অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি অব আমেরিকা'— 'অ্যালকোয়া' গত বছরের শেষ দিকে ঘোষণা করেছে, তারা কোম্পানিটিকে ভেঙে দু'ভাগে ভাগ করতে চায়। ঘোষণা করেছে হাজার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করার কথাও। এর জন্য তারা অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা কমে যাওয়াকে দায়ী করেছে। কয়েক মাস আগে অ্যালকোয়া ওহিও নদীর ধারে অবস্থিত তাদের কারখানার ৬০০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। এখনও ১২০০ শ্রমিক-কর্মচারী সেখানে কাজ করছে। কিন্তু কতদিন তাদের চাকরি থাকবে, তা অনিশ্চিত। সিয়াটলের কাছে

সাতের পাতায় দেখুন

শৌচালয়ে যেতেও মানা মার্কিন পোলট্রি শ্রমিকদের

এ যেন মডার্ন টাইমস-এর সেই দৃশ্যটি। ছুটে চলেছে কনভেয়ার বেল্ট। পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে, মুখ গুঁজে কাজ করে চলেছেন শ্রমিকেরা। যন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করছেন যন্ত্রেরই মতো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে পোলট্রি শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতিটা এখন এ রকমই। চলন্ত কনভেয়ার বেল্টে জুপীকৃত মুরগি। মরা অথবা আধমরা। ছুরি, কাঁচি নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা। মেরে, কেটে, ছাল ছাড়িয়ে, পরিষ্কার মাংস বের করে প্যাকেটবন্দি হচ্ছে মুরগিগুলি। কাজের গতি, মিনিটে ১৪০টি মুরগি।

বর্তমানে দেশ জুড়ে মাংসের চাহিদা এতই বেড়ে গিয়েছে, পোলট্রি ফার্মগুলির তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রতি মিনিটে আরও ৩৫টি করে মুরগির উৎপাদন বাড়াতে হবে।

এই কাজে যুক্ত শ্রমিকদের লাগামছাড়া খাটনি এবং অমানুষিক ব্যস্ততা নিয়ে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এক মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ গ্রুপের শাখা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটির অভিযোগ, শ্রম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই কাজ করানো হচ্ছে এই খাদ্য শ্রমিকদের।

সারা দিন খাবার আর জল কম করে খান তাঁরা। পাছে শৌচালয়ে যেতে হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা অসহনীয় চাপের পর এক সময় কনভেয়ার বেল্টের পাশে দাঁড়িয়েই সারতে হয় অতি প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ। সেই কারণে প্যান্টের নিচে পরা থাকে ডায়াপারও। বছরের পর বছর এ ভাবেই কাজ করে চলেছেন তাঁরা। 'শারীরিক প্রয়োজন মেটাতেই ডায়াপর পরে থাকি আমরা, অন্য উপায় নেই।" — বললেন এক শ্রমিক।

সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত এক গবেষক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, 'ওখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ঠাণ্ডা ও ভেজা পরিবেশে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে পরপর মুরগি কেটে যান কয়েকশো শ্রমিক। ছুরি-কাঁচি হাতে পরস্পরের সঙ্গে এতটাই ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেন, যা যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।"

তিনি জানিয়েছেন, কনভেয়ার বেল্ট যেহেতু নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলে, তাই শৌচালয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্তের জন্যও বিরতি মেলে না শ্রমিকদের। কখনও কখনও টানা আট ঘন্টাও এই ভাবে কাজ করে যেতে হয়।

এই অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছে একটি বেসরকারি পোলট্রি সংস্থা। মালিক জানিয়েছেন, শ্রমিকের সংখ্যা কম থাকায় কখনও কখনও হয়তো এ রকম পরিস্থিতি হয়।

তা হলে আসল পরিস্থিতিটা কী?

এ বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ সহ ভিডিও চাওয়া হলে তা প্রকাশ করতে রাজি হয়নি ওই সংস্থা।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৫ মে ২০১৬)

মুনাফার বলি অভ্র কারখানার শিশু শ্রমিকরা

শুধু দু'মুঠো খাবারের জন্য মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে কচি শিশুরা ঝাঁপ দেয় খনির মৃত্যুশীতল গহ্বরে। ভোর থেকে রাত কঠোর পরিশ্রমে তুলে আনে খনি মালিকদের মুনাফার ধন চকচকে উজ্জ্বল অভ্র। বিনিময়ে পায় কিলো প্রতি ২০-৩৫ টাকা। স্বাধীনতার পর কেটে গেছে ৭০ বছর। শিশুদের দুর্দশা এমনটাই। পড়াশোনা, খেলাধূলা এদের কাছে একান্তই বিলাসিতা। পেটভরা খিদে নিয়ে এসব চলে না। খনির বিপদসঙ্কুল পরিবেশে কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই একটানা কাজ করে দিনের শেষে খাওয়ার চিন্তা নিয়েই ঘুমোতে যায় এরা, পরদিন ভোরে অন্ন জোগাড়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙে। দারিদ্রের কঠোর বাস্তবের সাথে লড়াই করেই বেঁচে থাকে এরা, খনি দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু অথবা রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। না খাওয়ার যন্ত্রণা সয়ে তিলে তিলে মৃত্যু, না হয় খনির অন্ধকার গহ্বরে হঠাৎ মৃত্যু যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হয়।

'একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখি আমি। খনিতে উজ্জ্বল অভ্র পেয়েছি, তা মুঠোয় পেতে চাইছি, কিন্তু কিছুতেই তা হাতে পৌঁছচ্ছে না। আমি দৌড়চ্ছি, কিন্তু সেটি আরও দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর শুধুই ধু ধু অন্ধকার।' ঝাড়খণ্ডের কোডারমা জেলায় এক অভ্র খনির শিশু শ্রমিক ৮ বছরের রণজিৎ কুমার অত্যন্ত দুর্বল কণ্ঠে কথাগুলি বলছিল এক সাংবাদিককে। ওই খনির বেশ কিছুটা ধসে পড়ায় ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে আহত অবস্থায় তাকে বের করার বেশ কিছুক্ষণ পরও সে এই স্বপ্নের ঘোরেই ছিল। রণজিতের মা ২০১০ সালে এক খনি দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যান, সংসারের হাল ধরতে ছোট্ট রণজিৎ ওই মরণকূপে নামতে বাধ্য হয়।

রণজিতের মতো হাজার হাজার শিশু বেআইনি খনিতে কাজ করে। উত্তর ঝাড়খণ্ড এবং দক্ষিণ বিহারের মধ্যবর্তী ঘন অরণ্যে ছাওয়া রণজিতদের গ্রাম অভ্র উত্তোলনে ভারতের মধ্যে অন্যতম। ঝাড়খণ্ডের তিনটি এবং বিহারের চারটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত অভ্র-খনি এলাকা। এর মধ্যে কোডারমা জেলা 'অভ্রনগরী' হিসেবে পরিচিত। পেইন্টসের কাজে, খাদ্য রঙিন করতে, ফার্মাসিউটিক্যাল নানা জিনিস এবং টোস্টার ও নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি প্রভৃতিতে রয়েছে অভ্রের বহুল ব্যবহার। এছাড়াও লিপস্টিক, নেলপালিশ সহ নানা প্রসাধনী দ্রব্যের জন্য অভ্র গুঁড়োর প্রয়োজন হয়।

খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য এই অঞ্চলের ভয়ঙ্কর দারিদ্র দূর করতে পারেনি। মুনাফা সর্বোচ্চ করতে মালিকরা এখানে বহু অবৈধ খনিও চালাচ্ছে। কালোবাজারেও অভ্রের লেনদেন চলে চড়া দামে। ভয়ঙ্কর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে খনি মালিকরা কম বেতনে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করে কোনও আইনের তোয়াক্কা না করেই। হামাগুড়ি দিয়ে খনির ভিতর পর্যন্ত গিয়ে শিশুরা অভ্র খুঁজে নিয়ে আসতে পারে। তাই শিশুশ্রমিকের চাহিদা বেশি। খনির ভিতরে ৮০-৯০ মিটার নিচে একটি মাত্র দড়ি সম্বল করে কাজ করতে নামতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। আলো বলতে একটি মোমবাতি বা টর্চ। এমনই নিরাপত্তাহীনতায় খনি থেকে অভ্র তোলা হয়। প্রথমে ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে, পরে গিরিডিতে 'মাইকা প্রসেসিং অ্যান্ড এক্সপোর্ট হাব'-এ অভ্রের চালান হয়। বৈধ ও অবৈধ মিলিয়ে ১২৫ কোটি টাকা মূল্যের অভ্র রপ্তানি হয়। গিরিডির এক ব্যবসায়ীর কথায়, অভ্র খনির একটি ইউনিট কিনে ব্যবসা করে বছরে ১০০০-১৫০০ টন অভ্র রপ্তানি করে তিনি ৩-৫ কোটি টাকা লাভ

করেন। এতটাই লাভজনক ব্যবসাটা। রাজ্যের বিজেপি সরকার অভ্র রপ্তানির উপর সেস ধার্য করেছে কিন্তু কোথা থেকে অভ্র আসছে অর্থাৎ আইনি না বেআইনি পথে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই তাদের। ২০১৪ সালের 'ইন্ডিয়ান মিনারেলস ইয়ারবুক' দেখাচ্ছে, ২০১৩-১৪ সালের আইনি পথে উত্তোলিত অভ্রের থেকে ১ লাখ টন বেশি অভ্র রপ্তানি হয়েছে। এর থেকেই অভ্রের অবৈধ কারবারের প্রমাণ মেলে।

এক এনজিও-র করা সমীক্ষায় দেখা গেছে, অভ্রের ব্যবসার সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের ৫০০টি গ্রামের মানুষের রুটি-রুজি জড়িয়ে রয়েছে। ৪০০টি গ্রামে রয়েছে প্রায় ৬০ হাজার শিশু। সমীক্ষা বলছে, প্রত্যেক গ্রামের অন্তত ১৫০টি শিশু অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল অবস্থায় খনিতে কাজ করছে। কাজ করতে গিয়ে মাথাব্যথা, চামড়া ও শ্বাসযন্ত্রের নানা সমস্যা, সিলিকোসিস, টিবি, অ্যাজমা সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

শিশুশ্রমিক সঙ্গীতার বয়স বোঝার উপায় নেই। অনাহারে, দারিদ্রে চেহারাটা বুড়িয়ে গেছে। সে লিপস্টিকের কথা শুনে হেসেই কুটোপাটি। 'আমরা এসব শৌখিন জিনিসের কথা ভাবতেই পারি না। শুধু কাজ করে যাই।' কোমরে ওড়না জড়িয়ে সে পিটের ৩০ ফুট গভীরে নেমে যায়। গিরিডির পিপড়াতাদ গ্রামের সঙ্গীতা এবং অন্যান্য অল্পবয়সী মেয়েরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই পিটে কাজ করে। তার বাবা একটা খনিতে কাজ করত, তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের অন্ন জোগাড় করতে এই পথে নামে সঙ্গীতা। সঙ্গীতার মতোই অবস্থা খনিতে কাজ করা প্রতিটি শিশুর। সঙ্গীতার মতো শিশুরা জানে না অভ্র তুললেও কেন তার মালিকানা চলে যায় অন্যের হাতে, তাদের দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না!

কোডারমার তিলাইয়া বস্তির খনি শ্রমিক বিষ্ণু। এক বছর আগে তিনি নিজের চোখে খনির ধসে দু'জন শ্রমিককে মরতে দেখেছেন। কাদা-পাঁকের মধ্য থেকে অভ্রের টুকরো বাছার কাজে স্ত্রী এবং চার শিশু সন্তানকেই কাজে লাগান। এমনকী পাঁচ বছরের আদরের কন্যাকেও এই কাজে হাত লাগাতে হয়। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'যদি অন্য কোনও কাজ পেতাম, এই কাজে আসতাম না।' চার সন্তানের পিতা শিবু যাদব বলেন, 'বাচ্চাদের অভ্র খনিতে কাজ করতে না পাঠালে আমাদের না খেয়েই মরতে হবে।' অসহায় পিতৃত্বের হাহাকার ফেরে এক খনি থেকে আর এক খনি গহ্বরে।

শিবু যাদবের কথার সমর্থন মেলে গিরিডি জেলা শ্রম দপ্তরের এক কর্তার বক্তব্যে— 'এখানে দারিদ্র এতটাই ভয়াবহ যে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর বিষয়টি অভিভাবকদের বোঝানোই কঠিন।'

পূর্বতন শিশু শ্রমিক বদকু মারাণ্ডি যার পিতা মদ্যপ, সে উদ্যোগ নিয়েছে শ্রমিক পরিবারের শিশুদের স্কুলে পাঠানোর। সে তার দুঃসহ অতীত ভুলতে চাইছে ছোট ছোট শিশুদের স্কুলে পাঠিয়ে, তাদের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখাতে চাইছে।

শুধু বদকুর এই প্রচেষ্টাতেই হাজার হাজার শিশু শ্রমিকের মুখে হাসি আসবে না। যদি না ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার কিংবা বিহারের জেডিইউ-আরজেডি সরকার এই শিশুদের জন্য শিক্ষা-চিকিৎসা, পরিবারের বিকল্প আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করে। চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৮৬ অনুযায়ী শিশুদের খনিতে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পুরোপুরি বেআইনি। কিন্তু রমরমিয়ে শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ চলছে খনি মালিক-মাফিয়া-শাসক দলগুলির জোটবদ্ধনে। কিছুদিন আগেই বিহারের রোহতাজে বিজেপির রাজ্য সভাপতি গোপাল নারায়ণ সিনহা অবৈধ খনির ব্যবসার জন্য পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁর ১০০টি গাড়ি এই চোরাই অভ্রের কাজে খাটত।

এই শিশুরাই তো একমাত্র উদাহরণ নয়। অসংখ্য অবৈধ খাদান, খনি, ইটভাটা, হোটেল, গ্যারেজে হাজার হাজার শিশু শ্রমিক কাজ করে চলেছে দেশজুড়ে। সরকারের আইনের বইতে যা-ই লেখা থাক এটাই বাস্তব। সরকারে যে দলই থাকুক এই সব অবৈধ কারবারিদের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা এদের নেই। কারণ এই কারবারিদের টাকাতেই তাদের ভোট তহবিলের ঝুলি ভরে। এই অসহায় শিশুদের মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ ফিরিয়ে দিতে হলে দেশের খনিজ সম্পদ এইভাবে লুঠের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। মানুষের সঠিক পথে রোজগারের অধিকার আন্দোলন করেই আদায় করতে হবে। এ ছাড়া অধিকার ফিরে পাওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই এই মুনাফা-লোলুপ পুঁজিবাদী দুনিয়ায়।

জীবনাবসান

হুগলির চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বেগমপুর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড দীপক দত্ত ২৫ এপ্রিল দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬৮ সালে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং পার্টির কাজকর্ম শুরু করেন। পেশায় তাঁত শ্রমিক ছিলেন তিনি। শোষিত মানুষের প্রতি দরদি মন ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে তিনি এলাকার মানুষের প্রিয়জনে পরিণত হন। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় কমরেড দত্ত জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনে প্রবল পুলিশি লাঠিচার্জে গুরুতর আহত হন এবং কর্মক্ষমতা হারান। ওই অবস্থাতেও পার্টি সদস্যের দায়িত্ব কর্তব্য তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। নিজের হাতে গণদাবীও বিক্রি করতেন। এলাকার কমরেডদের তিনি ছিলেন প্রকৃত অভিভাবক। গত ১১ মে বেগমপুরে উৎসব লজে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন।

কমরেড দীপক দত্ত লাল সেলাম

শ্রমিক ছাঁটাই চলছেই আমেরিকায়

ছয়ের পাতার পর

অ্যালকোয়ার আরেকটি কারখানায় ৯০০ জনের কাজ চলে যেতে বসেছে। গত বছরের শেষে তাদের আরেকটি কারখানার ৪১৫ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ অন্তিমশয্যায়। ভয়াবহ মন্দার থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না বিশ্বের কোনও দেশই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইঞ্জিন হিসাবে পরিচিত আমেরিকা এতদিন ছিল সাধারণ মানুষের চোখে একটি স্বপ্নের দেশ। কিন্তু সে দেশের শ্রমিকদের জীবনেও যে আজ গভীর সংকট, ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের এই ঘটনাগুলিতে তা স্পষ্ট। শোষণমূলক এই ব্যবস্থার সংকট আরও যত বেশি তীব্র আকার নিতে থাকবে, মেহনতি মানুষকে তত বেশি করে অত্যাচার নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হবে। সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যতদিন না সামাজিক মালিকানায় সমাজের সকল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে, ততদিন শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নেমে আসতেই থাকবে। পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা ছাড়া এ থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বে শ্রমিকদের সংগঠিত, লাগাতার ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। গোটা দুনিয়ার শ্রমিকদের সঙ্গে এই লড়াইয়ে সামিল হতে হবে আমেরিকার শ্রমিকদেরও।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোচবিহারে বিক্ষোভ

আলু সহ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখায়। ১২ মে কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কাজল চক্রবর্তী ও কমরেড নেপাল মিত্র।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

হরিয়ানায় কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলন

১৬ মে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের হরিয়ানা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভিওয়ানিতে।

সম্মেলনে সকল বক্তাই বলেন যে, কারখানায় উৎপাদিত কৃষি সরঞ্জাম, সার, কীটনাশক প্রভৃতির দাম বাড়ছে কিন্তু কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া যাচ্ছে না। বড় বড় কোম্পানিগুলি বীজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে। মাঝারি ও ছোট চাষিরা ধীরে ধীরে ভূমিহারা হচ্ছে। অন্যদিকে খেতমজুররা সারা বছরের কাজ পাচ্ছে না। ঋণে জর্জরিত হয়ে হরিয়ানাতেও বহু চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। বক্তারা রাজ্যে ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষিতে ভরতুকি বাড়ানো, কৃষিঋণ মকুব, পর্যাপ্ত সেচ এবং সকলের কর্মসংস্থানের দাবিতে রাজ্যব্যাপী কৃষক-খেতমজুর আন্দোলনের কর্মসূচি সম্মেলনে গৃহীত হয়। দু'দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে রাজ্যের ১৩টি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড অরুণকুমার সিংহ।

কমরেড অনুপ সিংহ মাতনহেল রাজ্য সভাপতি, কমরেড জয়করণ মাণ্ডৌঠি সম্পাদক, রোহতাশ সিংহ দুলহেড়ি কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

পুরুলিয়ায় খরা সমস্যা সমাধানের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন

সিপিএম ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকে পুরুলিয়া ও সংলগ্ন খরাপ্রবণ এলাকার জলসংকটের সমাধান করেনি। তৃণমূল সরকারও ৫ বছরে এই সমস্যা সমাধানে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। ফলে দুই মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ১১ মে এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া জেলা কমিটির আহ্বানে সারা জেলা জুড়ে বিক্ষোভ অবরোধের

সরকারের উদাসীনতায় সমস্যা আজ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরুলিয়া জেলাকে খরা এলাকা ঘোষণা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ নানা দাবিতে পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে ডেপুটেশন দেওয়ার পর ডি এম-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে। কিন্তু মাসের পর মাস গড়িয়ে গেলেও প্রশাসন কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

অন্যদিকে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও খরা পীড়িত ছাত্রদের ফি মকুব, কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ও কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওই দিন জেলার ১২টি ব্লকের কোথাও রাজ্য, কোথাও জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়, কোথাও চলতে থাকে বিক্ষোভ। বাঘমুণ্ডির কালিমাটিতে অবরোধে আটকে পড়া কয়েকটি বাসের যাত্রীরা কোনও রকম ক্ষোভ-বিরক্তি প্রকাশ না করে অবরোধকে সমর্থন জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। আড়ষা, পাড়া, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুরের অবরোধেও সাধারণ মানুষ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেন। আন্দোলনের চাপে বিডিওরা বৈঠক করতে এবং কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। ১২ মে একই দাবিতে ঝালদাতেও পথ অবরোধ করা হয়।

খড়দায় আবার লেনিন মূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতীরা
তীব্র প্রতিবাদ জানাল এস ইউ সি আই (সি)

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর খড়দহে মহান লেনিনের মূর্তি ভাঙার এবং বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৩ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

"খড়দহে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা মহান লেনিনের মূর্তি ভাঙার তীব্র নিন্দা করছি। বিশ্বে প্রথম রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপকার, মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক মহান লেনিন ছিলেন বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণির কাছে বন্দিত মহান মনীষী। বার্নার্ড শ, রম্যাঁ রলাঁ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের মতো মনীষীরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর চিন্তাধারা ও মতবাদের সাথে কোনও ব্যক্তি বা দলের মতপার্থক্য থাকতেই পারে। তাঁর মতবাদ নিয়ে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। মতপার্থক্যের কারণে মহান মনীষীর মূর্তি ভাঙার মতো হীন কাজ সর্বদাই নিন্দনীয়। আমরা এই ঘৃণ্য কাজের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করছি। মূর্তি ভাঙার অপরাধে জড়িত দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

আমরা উদ্বেগের সাথে আরও লক্ষ করছি, বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর শাসকদলের একদল অনুগামীর দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন ও তাদের অফিস ভাঙচুর হচ্ছে। অতীতে সিপিএম যখন শাসন ক্ষমতায় থেকে এ ধরনের হীন কাজ করেছিল, তখন যেমন তাদের এই ঘৃণ্য কাজের প্রতিবাদে আমরা সোচ্চার ছিলাম, তেমনি আজও আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। রাজ্যবাসীর কাছে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা সরকারের কাছে অবিলম্বে সন্ত্রাস বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছি।"

বাঁকুড়ায় রিক্সাচালক আন্দোলনের জয়

দ্রুতগামী অটো, জিও এবং টোটোর সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে গত ২-৩ মাস যাবৎ বাঁকুড়া শহরের রিক্সাচালকরা যে কী দুর্বিষহ দিন কাটিয়েছেন তা বর্ণনাতীত। তাঁরা দৈনিক ২০-৩০ টাকাও রোজগার করতে পারছিলেন না। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া তো দূরের কথা, সামান্য নুন ভাতও তারা জোগাড় করতে পারছিলেন না। দিনের শেষে বাড়ি ফেরাটাই তাদের কাছে খুব কঠিন হয়ে পড়ছিল।

এমতাবস্থায় বাঁকুড়া শহর রিক্সাচালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৩ মে সহস্রাধিক রিক্সাচালক জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ডেপুটেশন দেন।

স্মারকলিপি দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসককেও।

ইউনিয়নের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসক ২১ মে বেলা ২টায় তাঁর অফিসে একটি সভা ডাকেন। সভায় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ছাড়াও ডিএসপি (অ্যাডমিন), ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি), লেবার কমিশনার, পৌরপ্রধান, আর টি ও, আই সি বাঁকুড়া সদর সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন স্মল ভেহিকেলস ওনার অ্যাসোসিয়েশন ও টোটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও। এই সভার খবর পেয়ে শত শত রিক্সাচালক মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে সমবেত হন।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে কমরেড অসিত মণ্ডল রিক্সাচালকদের সমস্যা ও দাবিগুলি সভায় তুলে ধরেন। সিদ্ধান্ত হয় টোটো শহরের মধ্যে চলবে না, শহরে ঢোকার মোড়গুলি থেকে বাইরের দিকে তার নির্দিষ্ট রুটে চলবে। জিও গাড়িরও বেআইনি চলাচল বন্ধ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত রিক্সাচালকদের মনে স্বস্তি এনে দেয়। সমবেত রিক্সাচালকদের সামনে কমরেড অসিত মণ্ডল তাঁদের অন্যান্য সমস্যাগুলি নিয়ে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ত্রিপুরায় পৌর সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ

আগরতলা পৌর নিগমের ৪৯ ওয়ার্ডের গোলখারপাড়া ও সবুজপল্লি অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। পরিশোধিত পানীয় জলের তীব্র সংকট, মশার উপদ্রবে জনজীবন বিপন্ন, পাকা ড্রেনের অভাবে বাড়ির জল নিকাশির ব্যবস্থা নেই, ফলে দূষিত জল জমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তাগুলিও ভেঙেচুরে হাঁটাচলার অযোগ্য হয়ে আছে, আবার কোথাও এখনও কাঁচা মাটির রাস্তা। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবি এস ইউ সি আই (সি) দলের উদ্যোগে পৌরপিতার কাছে পেশ করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org